# Inspection / Visit Book
# পরিদর্শন / ভিজিট বহি

Name of Visitor
পরিদর্শনকারীর নাম
Designation
পদবী

Date
তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিদর্শন প্রতিবেদন

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ১২ ও ১৩ জুন, ২০০৯ খ্রিঃ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ রাজশাহী ও বগুড়া জেলা সদরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ করি। পরিদর্শণকালে ১২/০৬/০৯ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০টায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কনফারেন্স হলে রাজশাহী শহরের সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যালয়ের প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হই। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমন্ডলীসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনেকেই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের Accommodation সমস্যার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয়ে শাখা খোলা এবং বর্তমান জনবল কাঠামো পরিবর্তন করে শাখা শিক্ষক নিয়োগের বিষয় বিবেচনার জন্যও কেউ কেউ দাবী জানান। বিদ্যালয়ের বর্তমান সময়সূচী পরিবর্তনের বিষয়েও অনেকে বক্তব্য রাখেন। রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে দুঃসহ গরম আবহাওয়া বিরাজকরে বিধায় অন্ততঃ রাজশাহী অঞ্চলের জন্য আবহাওয়া উপযোগী স্কুলের সময়সুচী নির্ধারণের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।

২। ১৩/০৬/০৯ তারিখ সকাল ৯.০০টার সময় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে প্রতিটি শ্রেণী কক্ষেই ছাত্রদের উপস্থিতি সন্তোষজনক দেখতে পাই। স্কুলের পরিবেশও বেশ পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। তাছাড়া স্কুলের প্রশাসনিক ও একাডেমিক পরিবেশ সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩। এরপর সকাল ৯.৩০টার সময় পিএন সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করি। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনের ক্লাশসমূহ খুবই ছোট এবং অস্বাস্থ্যকর। সর্বোচ্চ ৪০ জন বসতে পারে এমন একটি কক্ষে ৮০ জন ছাত্রী ক্লাশ করছে। অবশ্য নতুন শ্রেণীকক্ষসমূহ সুপ্রশস্থ এবং মোটামুটি স্বাস্থ্যকর। বিদ্যালয়টি পরিচ্ছন্ন দেখতে পাওয়া যায়।

৪। বিদ্যালয়টির সমাজবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী অত্যন্ত চমৎকার। এতে উদ্ভাবনার ছোঁয়া দেখা যায়। এখানে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস চেতনা ও চর্চার আয়োজন রয়েছে। জাতীয় চেতনা বিকাশের জন্য এটি একটি অনুসরনীয় উদ্যোগ। এছাড়াও সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ল্যাবে। এটি একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস। এজন্য প্রধান শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রতিটি স্কুলে এধরনের ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ নির্দেশ প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

৫। বিদ্যালয়টির দুটি কম্পিউটার ল্যাবও বেশ সমৃদ্ধ দেখা যায়। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেলে মাত্র ০৭ জন ছাত্রী বসবাস করছে মর্মে জানা যায়। ফলে বিশাল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত ছাত্রী হোস্টেলটি কার্যতঃ অব্যবহৃতই পড়ে আছে। হোস্টেলটির অব্যবহৃত অংশ সংস্কার করে শ্রেণী কক্ষে রুপান্তর করলে শ্রেণীকক্ষ সংক্রান্ত সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে। এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং মাউশিকে অনুরোধ করা হলো।

৬। স্কুল পরিদর্শনের শেষ পর্যায়ে রাজশাহীর শহীদ নজমুল হক উচ্চ বিদ্যালয় (বেসরকারী) পরিদর্শন করি। এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ স্কুলের পরিবেশ ও মোটামুটি ভালো মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৭। সকাল ১০.৩০ টায় রাজশাহী সরকারী কলেজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'র সনদ বিতরনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করি। অনুষ্ঠানে রাজশাহী শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ, রাজশাহী নিউ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ, রাজশাহী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান, এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের জনৈক অধ্যাপক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ইংরেজী ভাষার ১৩৪ জন এবং আরবী ভাষার ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আরবী ও ইংরেজী বিষয়ের ০৩ জন প্রশিক্ষক/কর্মকর্তা অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও শিক্ষাদানে নিবেদিত বলে প্রতীয়মান হয়। অনুষ্ঠান শেষে উক্ত ল্যাংগুয়েজ ল্যাবটি পরিদর্শন করি। ল্যাবটি রাজশাহী কলেজের কলা ভবনের ২য় তলায় সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরিবেশগত বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠানের জন্য এবং ল্যাবের সংশ্লিষ্টদের যাতায়াতের জন্য উক্ত ভবনের উত্তর পার্শ্বে একট সিড়ি নির্মাণ করা জরুরী মর্মে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান; যা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

৮। এরপর রাজশাহী কলেজের বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধাদি সরেজমিনে দেখা হয়। কলেজটির একটি সুবিশাল ক্যাম্পাস থাকলেও পর্যাপ্ত একাডেমিক বিল্ডিং নেই। কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে কলা ভবনের ৩য় তলা Vertical Extension করে কয়েকটি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের অনুমতি কামনা করেন; যা অনুমোদন করা যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সবশেষে রাজশাহী এইচএসটিটিআই-তে TQI প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রধান শিক্ষকদের Follow up Trainng পরিদর্শন করা হয় এবং সন্তোষজনক পরিবেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষকদের অনেকেই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ড্রপ-আউটের প্রধান কারণ হিসাবে বাল্য বিবাহ দায়ী মর্মে জানান। প্রচলিত আইনে বাল্য বিবহ একটি অপরাধ এবং এজন্যে শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং বাল্য বিবাহ রোধে বিদ্যমান আইন কার্যকর করা এবং স্থানীয় প্রশাসন, বুদ্ধিজীবিসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।